তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৩২

**ফজিলাতুননেসা মুজিবের আত্মত্যাগের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে**

**-- তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

সরিষাবাড়ি (জামালপুর), ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে শুধু তাঁকে সাহস, অনুপ্রেরণা আর শক্তি যোগাননি তিনি তাঁর সমস্ত মন প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে এ দেশের মানুষের সেবা করে গেছেন। এ মহিয়সী নারীকে শুধু স্মরণ নয় তাঁকে অনুসরণও করতে হবে এবং আগামী প্রজন্মের মাঝে এসব ত্যাগ ও দেশপ্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

আজ বিকেলে তাঁর নির্বাচনি এলাকা জামালপুরের সরিষাবাড়ির দৌলতপুরস্থ নিজ বাড়িতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিবের ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে ২০টি হুইল চেয়ার, ১০টি সেলাই মেশিন এবং ৫৬টি নলকূপ বিতরণকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী করোনাকাল ও বন্যার চলমান কঠিন সময়ে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিত্তবানদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকারের পাশাপাশি তাঁদের এ সহযোগিতা অসহায় মানুষকে এ বিপদ কাটিয়ে উঠতে প্রেরণা ও শক্তি যোগাবে।

এ সময় সরিষাবাড়ি উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী সরিষাবাড়ি উপজেলার সাতপোয়া ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুয়া ব্রিজ ও অ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়নের কাজ পরিদর্শন করেন।

#

মাহবুবুর/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

Handout Number : 2931

**New Delhi mission pays homage to Bangamata and Sheikh Kamal**

New Delhi (India), August 7 :

Bangladesh High Commission in New Delhi today paid homage to Bangamata Sheikh Fazilatun Nessa Mujib and valiant freedom fighter Sheikh Kamal on the occasion of their birth anniversaries.

The mother and the son were both assassinated along with Father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and most members of their families on the brutal night of August 15 in 1975.

The 90th birth anniversary of Bangamata and the 71st anniversary of the birth of Sheikh Kamal were observed with due solemnity through holding of discussion and placing wreaths at their portraits at Bangabandhu Corner at the chancery building.

High Commissioner Muhammad Imran led the officers and staff of the mission in laying the wreaths. He later presided over a discussion meeting on the life and work of Bangamata and Sheikh Kamal at the chancery’s conference hall.

In his speech Muhammad Imran said Bangamata played a pivotal role in the making of Bangabandhu by inspiring him from behind the scene in helping him take crucial political decisions in different stages of national life. At the same time Bangamata quietly but very efficiently took care of their family through difficult times.

The High Commissioner recalled his memory with Sheikh Kamal and admired him for his exceptional capacity to organize sports, art and music after the 1971 War of Liberation. He also recalled Sheikh Kamal’s role during the liberation war when he acted as the ADC of Commander-in-chief Gen. MAG Osmani.

At the meeting messages from President Abdul Hamid was read out by Deputy High Commissioner Rokeb-ul-Haque and from Prime Minister Sheikh Hasina by ADA Lt. Col. Sheikh Ramiz Uddin Md Waseem.

Farid Hossain, Minister (Press), at the mission also spoke on the occasion. Md. Nurul Islam, Minister (Political) conducted the meeting.

A doa was offered seeking divine blessing for Bangamata and Sheikh Kamal.

#

Mahmud/Sanjib/Salim/2020/19.40 Hrs

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৩০

**বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দ্রুত দেশে ফেরত এনে রায় কার্যকর করতে সরকার সচেষ্ট**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফেরত আনার বিষয়ে সরকার সচেষ্ট। মুজিববর্ষে কমপক্ষে একজন খুনিকে দেশে ফেরত এনে বিচারের রায় কার্যকরের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

আজ গোপালঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে সুরা ফাতেহা পাঠ, দোয়া ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন ড. মোমেন । তিনি জাতির পিতার সমাধি সৌধে সংরক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহধর্মিনী সেলিনা মোমেন, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক শাহেদা সুলতানা, পুলিশ সুপার সাইদুর রহমান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মুন্সী মোঃ আতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলী খান, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল বাশার খায়ের, সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন শেখ, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ সোলায়মান বিশ্বাস প্রমুখ।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯২৯

**২০৫০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ৫০ শতাংশে উন্নীত করা হবে**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হবে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) এর বিপ্লব। যেখানে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের সাথে একান্ত সঙ্গী হয়ে যাবে প্রযুক্তি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এই শিল্প বিপ্লবের ফলে গতানুগতিক অনেক চাকরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আবার চাকরি ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। এই চ্যালেঞ্জকে সরকার সম্ভাবনায় পরিণত করতে চায়। এজন্য প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। আর এ লক্ষ্যে ২০৫০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার।

মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আয়োজনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সফল অংশীদার হতে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব শীর্ষক এক অনলাইন সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান প্রমুখ।

মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন রকম শর্ট কোর্স চালু করতে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, সবার জন্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে কাজ করছে সরকার।

#

খায়ের/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯২৮

**জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আরো সক্ষমতা অর্জন করতে হবে**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতা করে দেশকে আরো উন্নত সমৃদ্ধ করতে হলে তরুণ মেধাবীদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরো বেশি দক্ষ হতে হবে, প্রযুক্তিতে আরো বেশি সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার চিন্তা করছে মানুষ এখন, এই সময়ে প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকলে এ দেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে না। সেজন্য মেধাবীদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা নতুন ও সময়োপযোগী প্রযুক্তি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার মুশুদ্ধি রেজিয়া কলেজে এসএসসিতে জিপিএ-ফাইভ প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অনলাইনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, এ দেশটিকে তোমাদের ভালবাসতে হবে, দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে। সূর্যের মতো তোমাদের আলোয় সবাইকে আলোকিত করবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে নিজেদের জীবনকে গড়বে। তোমাদের মেধা, কাজ ও যোগ্যতার মাধ্যমে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করবে।

অনুষ্ঠানে ধনবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনার রশীদ হীরা, মুশুদ্ধি রেজিয়া কলেজের অধ্যক্ষ কেশব চন্দ্র, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, মুশুদ্ধি রেজিয়া কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯২৭

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশুখাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা নগদ বিতরণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ৮৫১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৫২ হাজার ৫০২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৭ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৩৩৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৬৯৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৪৫ হাজার ৫৮৪ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯২৬

**শেখ হাসিনা সরকারের শেকড় এদেশে মাটির অনেক গভীরে, গুজব রটিয়ে কোনো লাভ নেই**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, কোনো ঘটনা সামনেই গুজব রটনা কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার শুরু করে একটি অশুভ মহল। সরকার হটানোর দিবাস্বপ্নও দেখে কেউ কেউ। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের শেকড় এ দেশের মাটির অনেক গভীরে, গুজব রটিয়ে কোনো লাভ নেই।

মন্ত্রী আজ সকালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খুলনা সড়ক জোন, বিআরটিএ, ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জোনের সাথে ধারাবাহিক মতবিনিময়ের অংশ হিসেবে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর ও সংস্থায় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতাসহ বিদ্যমান নীতিমালার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে পারফরম্যান্সও মূল্যায়ন করা হবে। তিনি বলেন ভাল কাজ করলে পুরস্কৃত করা হবে এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারসহ চাকুরি বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনার সংক্রমণ নূতন করে আবারও দেখা দিয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, দেশে এ সপ্তাহে নমুনা পরীক্ষা বাড়ার সাথে সাথে সংক্রমণের হারও বেশি দেখা যাচ্ছে। তাই মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন ধরনের শৈথিল্য দেখালে চলবে না।

মন্ত্রী বলেন, এবারের ঈদযাত্রায় ফেরিঘাটের সমস্যা এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ছাড়া অন্যান্য সকল মহাসড়কে ভ্রমণ স্বস্তিদায়ক ছিল।

মন্ত্রী সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহা রাশেদের মর্মান্তিক ঘটনাকে ঘিরে কেউ কেউ দুই বাহিনীর মধ্যে উস্কানি দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণ এ বিষয়ে সচেতন রয়েছে বলে তিনি জানান। সিনহা হত্যা বিষয়ে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে আইনগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে তদন্ত কমিটি কাজ করছে।

গুজব রটানো এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার বন্ধে দেশ বিদেশে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের। এ সময় মন্ত্রী গুণগতমান বজায় রেখে যশোর-খুলনা, যশোর- বেনাপোল, নড়াইল-ফুলতলা, বাগেরহাট-চিতলমারিসহ খুলনা জোনের আওতাধীন সড়কের চলমান কাজ শেষ করতে সড়ক প্রকৌশলীদের নির্দেশনা দেন।

মতবিনিময় সভায় খুলনা প্রান্তে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. জর্জিস হোসেন, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী তাপসী দাসবিভিন্ন সড়ক বিভাগের প্রকৌশলীগণ ছাড়াও খুলনা বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত হন।

#

নাছের/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৫৪৮ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৯২৫

**ফয়েজ আহমদ বাবর এর মৃত্যুতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

জৈন্তাপুর তৈয়ব আলী ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও জৈন্তাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমদ বাবর এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

আজ এক শোকবার্তায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী বলেন, ‘ফয়েজ আহমদ বাবর দীর্ঘদিন জৈন্তাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমি গভীর ভাবে শোকাহত।"

মন্ত্রী মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

রাশেদ/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৪১৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৯২৪

**জর্ডানে শেখ কামালের স্মরণে প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের দাবা প্রতিযোগিতা**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

শহীদ শেখ কামালের স্মরণে প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জর্ডানের আম্মানে বাংলাদেশ দূতাবাস।

বাংলাদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে শেখ কামালের অবদানকেপ্রবাসী বাংলাদেশি শিশু-কিশোর ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা শেষে গত বুধবার বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীদের পুরষ্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ শেষে দূতাবাস প্রাঙ্গণে শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন করা হয়। এসময় শেখ কামালের জীবনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, কেক কাটা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান বলেন, শেখ কামাল বাংলাদেশের সাংগঠনিক ক্রীড়ার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলাদেশে ক্রীড়ার সাংগঠনিক ভিত রচনায় তিনি ছিলেন এক নিরলস কারিগর।

রাষ্ট্রদূত বলেন, দাবা প্রতিযোগিতা মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদেরকে শেখ কামালের ভূমিকা, দর্শন ও কর্মনিষ্ঠার বিষয়ে অবগত করার মাধ্যমে দেশ গঠনে তাদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ দূতাবাসের এ ধরনের উদ্যোগ জর্ডানে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। তারা এ ধরনের কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন।

#

তৌহিদুল/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৯২৩

**বন্যায় এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৬ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ৩৩ টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৫১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ এবং ১১ হাজার ৬ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

বন্যাকবলিত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে চার কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে দুই কোটি ৬২ লাখ ৬৫ হাজার ২’শ টাকা। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৮২ লাখ ৬৩ হাজার ৮৫৬ টাকা। গো খাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই কোটি ৮৮ লাখ টাকা এবং বিতরণের পরিমাণ এক কোটি ৬৪ লাখ ১৪ হাজার টাকা। শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৬২ হাজার এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ২৬ হাজার ৪৮৬ প্যাকেট ।

এছাড়াও ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩’শ বান্ডিল এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১’শ বান্ডিল, গৃহ মন্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নয় লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে তিন লাখ টাকা ।

বন্যাকবলিত জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ ।

বন্যাকবলিত উপজেলার সংখ্যা ১৬৫ টি এবং ইউনিয়নের সংখ্যা এক হাজার ৬৩টি। পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা ১০ লাখ ৫৭ হাজার ২৫৩টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা ৫৪ লাখ ৭৩ হাজার ৬৩৯ জন। বন্যায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪১ জন।

বন্যা কবলিত জেলা সমূহে আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে এক হাজার ৪৫২টি। আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত লোক সংখ্যা ৬৯ হাজার ৪৯৪ জন, গবাদি পশুর সংখ্যা ৭৩ হাজার ৩৯৫ টি। বন্যাকবলিত জেলাসমূহে মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৮৮৬টি এবং বর্তমানে চালু আছে ৩২০টি।

#

সেলিম/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর: ২৯২২

**শহীদ শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী পালন করল কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন**

কলকাতা, ৭আগস্ট:

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জেষ্ঠ্য পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধ শহীদ শেখ কামাল-এর ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) কলকাতাস্থ উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ কামাল ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের প্রয়াত সকল সদস্যের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। উপ-হাউকমিশনার তৈৗফিক হাসান উপ-হাউকমিশনের পক্ষে শেখ কামাল-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং পরে শহীদ শেখ কামাল-এর ব্যক্তিগত, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও কর্মময় জীবনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আগস্টের ১৫ তারিখ বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যসহ যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তৈৗফিক হাসান। তিনি দেশ গঠন তথা যুবসমাজের উন্নয়নে শেখ কামালের যে অপরিসীম অবদান, তা অনীস্বীকার্য।

বাংলাদেশের তরুণ সমাজের বিকাশে ক্রীড়া ও অর্থবহ সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন শেখ কামাল। তাঁর আদর্শ বাংলাদেশের ভবিষ্যতের তরুণ সমাজের জন্য উজ্জীবনী শক্তি হয়ে কাজ করবে।

প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) শামীম ইয়াসমীন স্মৃতির সঞ্চালনায় উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্ত ও কির্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

জামাল/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩৪৮ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯২১

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

জাতির পিতার রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সর্বক্ষণের সহযোগী ও অনুপ্রেরণাদায়ী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে ‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক’ প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে। যেখানে মহীয়সী নারী বঙ্গমাতার কর্মময় জীবনের প্রকৃত অর্থ প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মহীয়সী নারী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর এবং বাঙালি ‍মুক্তিসংগ্রামের সহযোদ্ধা। তিনি অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস, মনোবল, সর্বসংহা ও দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। তিনি আমৃত্যু দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি জাতির পিতার সঙ্গে একই স্বপ্ন দেখতেন। এ দেশের মানুষ সুন্দর জীবন পাক, ভালভাবে বাঁচুক এই প্রত্যাশা নিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সবসময় ছিলেন সজাগ এবং দূরদর্শী। তাইতো একজন সাধারণ বাঙালি নারীর মতো স্বামী-সংসার, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাংলাদেশের মহান সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর দেশ ‍পুনর্গঠনে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সাফল্যেও বঙ্গমাতা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। জাতির পিতা রাজনৈতিক কারণে প্রায়শই কারাগারে বন্দী থাকতেন। এই দুঃসহ সময়ে তিনি হিমালয়ের মতো অবিচল থেকে একদিকে স্বামীর কারামুক্তিসহ আওয়ামী লীগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। অন্যদিকে সংসার, সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষাদান, বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস যুগিয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। ৬-দফা ও ১১-দফার আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দী থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দী স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে আত্মত্যাগী, লাঞ্জিত মা-বোনদের সহযোগিতা করা, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ ব্যক্তিগতভাবে তাদের পাশে গিয়ে সান্তনা দেন এবং সামাজিকভাবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা ‍মুজিব রাষ্ট্রীয় প্রটোকলসহ অন্যান্য দায়িত্ব সমভাবে ও অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পাদন করতেন। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতার কারণে জাতি তাঁকে যথার্থই ‘বঙ্গমাতা’ উপাধিতে ভূষিত করেছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতার সঙ্গে তিনিও সপরিবারে ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন, যা জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বঙ্গমাতার যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমি আশা করি, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এর জীবনী চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন, বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক অজানা অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে।

আমি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/গিয়াস/শামীম/২০২০/১২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯২০

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। এ বছর বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক’ যা মহীয়সী এ নারীর জীবন ও কর্মের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বাঙালির অহংকার, নারী সমাজের প্রেরণার উৎস। ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা। যে-কোনো পরিস্থিতি তিনি বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা দিয়ে মোকাবিলা করতেন। তিনি কেবল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালীর মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত। দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সেই কঠিন দিনগুলো স্বামীর পাশে থেকে দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি স্বামীর মুক্তির জন্য মামলা পরিচালনা, দলের সাংগঠনিক কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান সবই তাঁকে করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধু হৃদয় থেকে উৎসারিত যে অলিখিত ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা ছিল স্বাধীনতার ডাক। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা তাঁকে বঙ্গমাতায় অভিষিক্ত করেছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কার মাঝেও তিনি অসীম ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গমাতা ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও পরোপকারী। পার্থিব বিত্ত-বৈভব বা ক্ষমতার জৌলুস কখনো তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পত্নী হয়েও তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়ের সাথে তিনি ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। জাতির ইতিহাসে সে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। বঙ্গমাতা আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ সবসময় আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/গিয়াস/শামীম/১২২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                    নম্বর: ২৯১৯

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম ও শহীদ শেখ কামাল-এর**

**৭১তম জন্মবার্ষিকী পালন করল অটোয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন**

অটোয়া (কানাডা), ৭ আগস্ট:

জাতির পিতার সহধর্মীনি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম ও তাঁদের সুযোগ্য সন্তান শহীদ শেখ কামাল-এর ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অটোয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন বেশ কিছু কর্মসূচী পালন করে। কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রথমেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা থেকে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। বাণী পাঠ শেষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও শহীদ শেখ কামালের ওপর নির্মিত পৃথক দু’টি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনীর পর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অটোয়া তথা কানাডাতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভার্চুয়াল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই হাইকমিশনার মিজানুর রহমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

হাইকমিশনার মিজানুর রহমান বলেন, ইতিহাসে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব কেবল জাতির পিতার সহধর্মীনিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে অন্যতম এক নেপথ্য অনুপ্রেরণাদাত্রী। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে।তৎকালিন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যখনই প্রয়োজন হয়েছেন তখনই সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগ ও নেতাকর্মীদের পাশে থেকেছেন তিনি। আন্দোলনের সময়ও তিনি প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনা জেলখানায় দেখা করার সময় বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করতেন। সেখানে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শশুনে তা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাদের জানাতেন বঙ্গমাতা।

হাইকমিশনার আরো বলেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শেখ কামাল অনন্য অবদান রাখেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কর্মসূচীতে তিনি সক্রিয় অবদান রাখার পাশাপাশি সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে, সমাজকে মানবতাবদী চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দেশের একজন প্রথম সারির সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্বদারকারী ও ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন শেখ কামাল।

আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, শহীদ শেখ কামালসহ পরিবারের নিহত সকল সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন মিশনের প্রথম সচিব অপর্ণা রানী পাল। অনুষ্ঠানে মিশনের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আইয়ুব/গিয়াস/শামীম/২০২০/১২৪১ ঘন্টা